



93506 - কছি মতবিরোধে কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা

প্রশ্ন

আমার বাবা ও আমার ফুফুর মাঝে কছি পারিবারিক বিবাদ আছে। যার ফলে আমাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক বচ্ছিন্ন রয়েছে। এতে ককি কোন গুনাহ হব? উল্লেখ্য, আমার ফুফু তার পক্ষ থেকে আমাদেরকে দেখতে আসনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নিসন্দহে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কবরি গুনাহ। কুরআন-হাদিসে অসংখ্য দলিলে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নর্দশে উদ্ধৃত হয়েছে। যে সব দলিল আমাদের মহান শরিয়তে এ বিষয়টির মহা মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। কারণ ইসলামী শরিয়ার মহান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে—মানুষের মাঝে সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ও মলে-বন্ধন টকিয়ে রাখা।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "এবং যারা আল্লাহ যা সংযুক্ত রাখার নর্দশে দিয়েছেন তা সংযুক্ত রাখতে (আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখতে), নর্দেদের প্রভুকে ভয় করে ও কঠনি হিসাবের আশংকায় থাকে।"[সূরা আর-রাদ, আয়াত: ২১]

হাদিসে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে যে কঠনি হুশিয়ারী এসছে তার মধ্যে রয়েছে—

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "আল্লাহ যাবতীয় সৃষ্টিকে পয়দা করলেন। যখন তিনি সৃষ্টি কাজ সমাধা করলেন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক বলে উঠলো: সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আপনার কাছ আশ্রয়প্রার্থীদের এটাই যথাযোগ্য স্থান? তিনি (আল্লাহ) বললেনঃ হ্যাঁ; তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবো। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো। সে বলল: হ্যাঁ; আমি সন্তুষ্ট হই আমার রব! আল্লাহ বললেন: তোমার জন্য সটাই হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইচ্ছে করলে তোমরা (এ আয়াতটি) পড়:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ
الْفُرَّانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَالُهَا

(অনুবাদ: তোমরা যদি মুখ ফরিয়ে নাও তবে তোমাদের কাছ থেকে পৃথিবীতে বপিব্যয় সৃষ্টি করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন



করা ছাড়া আর কী আশা করা যায়? ওরা তো তারাই আল্লাহ্ যাদরেক লানত করছেন, বধরি করে দয়িছেন ও তাদের চোখ
অন্ধ করে দয়িছেন। তারা কী কুরআন অনুধাবন করবে না? বরং তাদের অন্তরগুলোর উপর তালা দয়ো।" [সহহি বুখারী
(৫৯৮৭) ও সহহি মুসলমি (২৫৫৪)]

যদি মানুষ আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কারণ কী তা ভবে দেখে তাহলে দেখতে পাবে যে, এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার তুচ্ছ
স্বার্থই এর কারণ; কয়ামতের দিনি আল্লাহ্র কাছে যার কোন মূল্য নই। কথিবা এর কারণ হচ্ছ—তাদের মাঝে শয়তানের
প্ররোচনা। শয়তান হীন সব কারণে তাদের মাঝে শত্রুতা ও বদ্বিষে তরী কর; যে সব কারণ ভ্রুক্ষেপে করার মত কিছু নয়।

এমন কী সম্পর্ক ছিন্ন করার যথাযথ কারণও যদি থাকে তারপরেও ইসলামী শরয়ী সম্পর্ক রক্ষা করে চলার নরিদশে দয়ে
এবং ভুলগুলো এড়িয়ে যাওয়া, মাফ করে দয়ো, ক্ষমা করে দেওয়া ও সহনশীল হওয়ার প্রতি মুমনিদেরকে উদ্বুদ্ধ করে; ভুলের
পছি লগে থাকা ও হংসা-বদ্বিষে জহিয়ে রাখার প্রতি নয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, "এক ব্যক্তি বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার কিছু আত্মীয় আছে আমি তাদের সাথে
সম্পর্ক রেখে চলি; কনিতু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি; তারা আমার সাথে
দুরব্যবহার করে। আমি তাদের সাথে সহষ্ণি আচরণ করি; তারা আমার সাথে মূর্খের মত আচরণ করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: তুমি যমেনটি উল্লেখ করেছে যদি তুমি তমেন হও তাহলে তুমি যনে তাদের মুখে গরম ছাই ছুড়ে
দচ্ছ। তুমি যতক্ষণ এর উপর অটল থাকবে ততক্ষণ তাদের বরিদ্ধে তোমার সাথে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন
সাহায্যকারী থাকবে।" [সহহি মুসলমি (২৫৫৮)]

ইমাম নববী 'শারহু মুসলমি' (সহহি মুসলমিরে ব্যাখ্যা) গ্রন্থে (১৬/১১৫) বলেন:

হাদসিے الملل শব্দরে অর্থ: গরম ছাই। يجهلون (মূর্খের মত আচরণ করে) এর মানে তারা খারাপ ব্যবহার করে। (এ অংশরে)
মর্মার্থ: তুমি যনে তাদেরকে গরম ছাই খাইয়ে দচ্ছ। এটি একটি উপমা—গরম ছাই খতে যে কষ্ট হয় তাদের যনে তমেন
কষ্ট হচ্ছ। এ ইহসানকারীর কোন ক্ষতি নই। বরং সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে ও তাকে কষ্ট দেওয়ার কারণে তাদের
মহাপাপ হবে। কারো কারো মতে, হাদসিের মর্মার্থ হচ্ছ—তুমি তাদের প্রতি ইহসান করে তাদেরকে লজ্জতি করছ। তাদের
কাছে তাদের নজিদেরকে ছোট করে দচ্ছ— তাদের প্রতি তোমার অধিক দয়া ও তোমার সাথে তাদের অধিক দুরব্যবহারের
মাধ্যমে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। [সমাপ্ত]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "সম্পর্ক রক্ষাকারী সবে ব্যক্তি নয় যে ব্যক্তি অন্যে সম্পর্ক রক্ষা করলে
সম্পর্ক রক্ষা করে। বরং ঐ ব্যক্তি হল সম্পর্ক রক্ষাকারী যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলেও সবে সম্পর্ক রক্ষা করে।"
[সহহি বুখারী (৫৯৯১)]



প্রিয় ভাই, ইসলাম এমন আখলাকরে দকি আহ্বান করে। সুতরাং যবে ব্যক্তি তার বনের সাথে বা মায়রে সাথে সম্পর্ক ছনিন করে তার এ কর্মরে প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করা অনুচিত। প্রিয় প্রশ্নকারী ভাই, আপনার পতি কর্তৃক তার বনের সাথে সম্পর্ক ছনিন করাকে আপনি সম্মতি দিয়ে জায়বে হবে না। বরং আপনার কর্তব্য, তার সাথে যোগাযোগ রাখা ও ভাল ব্যবহার করা এবং তার সাথে আপনার বাবার সম্পর্ক ঠিক করার চেষ্টা করা এবং এর জন্য যা কিছু করা দরকার সেটো করা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।